১
(নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক)

[কোন মানুষকে তাঁর লেখা চিঠির মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গরূপে এবং নিবিড়ভাবে জানতে পারা যায়। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলেই চেনেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। মানুষ বিভূতিভূষণকেও অনেকে চেনেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতজন হিসেবে। কিন্তু আমি চিনতাম আর এক বিভূতিভূষণকে। তাঁর ভ্রাতৃবধূ হিসেবে সংসারী বিভূতিভূষণকে আমি দিনের পর দিন দেখেছি গভীরভাবে। আমার দেখা সেই বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আমি ইতিপুর্বে কিছু কিছু লিখেওছি। এখন যে পত্রগুলি প্রকাশ করতে চলেছি, সেইসব পত্রের মধ্য দিয়ে আর এক বিভূতিভূষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। পত্রগুলি তিনি লিখেছিলেন আমার স্বামী স্বর্গত নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আমার স্বামী শৈশবেই পিতৃহীন হন। বাবার কথা তাঁর বেশি মনে ছিল না। মাকেও সেই কোন্ ছোটবেলায় হারিয়েছিলেন। দাদাই ছিলেন তাঁর একমাত্র আশ্রয় এবং জীবনের ধ্রুবতারা। দাদার প্রতি ছিল তাঁর পিতৃবৎ ভক্তি, ভালবাসা এবং নির্ভরতা—যা কোনোদিন কোন স্বার্থের কালিমায় ম্লান হয়ে যায়নি। ছোট ভাইয়ের প্রতি দাদারও ছিল সূক্ষ্ম বাৎসল্যমিশ্রিত ভালবাসা। কেউ কাউকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারতেন না। কলকাতায় একই মেসে দুজনেই বহুদিন কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, কিন্তু তা সাময়িক।

আমার বিয়ের পর আমরা চলে এলাম ঘাটশিলায়, বড়ঠাকুর রইলেন কলকাতায়। কিন্তু আসা-যাওয়া কিংবা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান নিয়মিত চলতে লাগল। কিছুদিন পরে দিদিকে (রমা দেবী) বিয়ে করলেন উনি, তারপর বাবলু হল, অনেক পরিবর্তন ঘটল নানা দিকে। বড়ঠাকুর কখনো দেশে থাকছেন, কখনো বা দেশান্তরে। কখনো বা অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে চলেছেন। কিন্তু যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন সপ্তাহে একটি করে চিঠি তাঁর আসতোই এবং দু-চার মাস পরে পরেই দু-একদিনের জন্য ঘাটশিলা এসে ঘুরে যেতেন। আজও যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই ছবিটি। নাগপুর প্যাসেঞ্জার চলে গেল, রাত্রিশেষের পাতলা অন্ধকারের মধ্যে বড়ঠাকুরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, গেটের কাছ থেকে জোরে জোরে ডাকছেন, "নুটু, নুটু, দরজা খোল, আমি এসেছি-"

চিঠিগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন দুই ভাই মুখোমুখি বসে কথা কইছেন। বিভূতিভূষণকে হয়তো অনেকে অনেকভাবে জানেন এবং চেনেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতি—যা সাধারণের জানার কথা নয়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই পত্রগুলি থেকে। আমার স্বামীকে দেখেছি দাদার চিঠি এলে কী খুশিই না হয়ে উঠতেন। কারণে- অকারণে পরিচিতজনদের ডেকে চিঠি পড়াতেন ; বলতেন, "দাদার চিঠি এসেছে, খুব বেড়াচ্ছেন' -ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ এই চিঠির গোছা হাতে নিয়ে সেই ফেলে আসা দিনগুলির কথাই বড় বেশি করে মনে পড়ছে। সেই হাসিখুশি মানুষটি, যিনি সব সময় দাদার কাছে থাকতে চাইতেন, দাদা এলে ছোট ছেলেদের মত কাজে ফাঁকি দিয়ে ডিসপেনসারি থেকে পালিয়ে আসতেন। আমরা এই নিয়ে কিছু বললে বলতেন, "তোমরা আমাদের ব্যাপার কী বুঝবে !" দাদার প্রতি তাঁর একটা অস্বাভাবিক টান ছিল। দাদার মৃত্যুর পর সেই বিচ্ছেদের ব্যথা সহ্য করার সাধ্য বুঝি তাঁর ছিল না। অনায়াসে মৃত্যুবরণ করতেও তাই কুণ্ঠিত হননি। পৃথিবীর কোন বন্ধনই তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি।

বিভূতিভূষণের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তাঁর লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে সেই সরলপ্রাণ, অনাড়ম্বর মানুটিকেই আমরা খুঁজে পাই। অন্যের কাছে কেমন জানি না, আমার কাছে অন্তত তিনি সংসারী, ঘরোয়া, সরল, স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিরূপেই প্রকাশিত হয়েছেন। অবশ্য তার মাঝে মাঝে, ঋষিকল্প শিল্পী মানুষটি যে উঁকি দেয়নি তা নয়। বেশ কয়েকখানি চিঠিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনা, শিশুসুলভ বিস্ময়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিজনিত অশান্তি এবং অনিশ্চয়তা, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে গোপালনগরের হাটে আলু-বেগুন তরি-তরকারীর বাজার-দর কিভাবে উঠছে-নামছে তারই বিস্তারিত বিবরণ। সেই সঙ্গে স্নেহভাজনদের জন্য উৎকণ্ঠা, গ্রামের নানাজনের বিপদে-আপদে উদ্বেগ, ঘর-গৃহস্থালীর টুকিটাকি, কখন কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন, কি দেখছেন, কার সঙ্গে পরিচয় হল, সভাসমিতিতে যোগদান করার নানা কথায় চিঠিগুলি মুখর। এই সব অন্তরঙ্গ চিঠি থেকেই বোধ করি মানুষের মনের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পত্রগুচ্ছ প্রসঙ্গে আরো একটি বেদনা আছে আমার। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে যখন ঘাটশিলা ছেড়ে চলে আসি তখন সঙ্গে বিশেষ কিছুই আনা হয়নি। আমার ছোট সংসারের কিছু কিছু জিনিস সেখানে ফেলে এসেছিলাম। তার মধ্যে একটি ভাঙা সুটকেসের কথা আজও আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। সেটিতে থাকত পুরনো চিঠির সঞ্চয়, নিমন্ত্রণের সুন্দর সুন্দর নকশাওয়ালা কার্ড, ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো, সেলাইয়ের নমুনা ইত্যাদি। চিঠি জমানো আমার নেশা ছিল। বড়ঠাকুরের লেখা বহু চিঠি তাতে ছিল। আমার চলে আসার কয়েক মাস

পরে স্বর্গত রমেশচন্দ্র মিত্রের (জেমস লর্ডের স্বত্বাধিকারী—এঁরা ডাহিগোড়ায় বাড়ি করেছিলেন) ছোট ভাই টুলুবাবুকে লিখেছিলাম তিনি যেন আমার ওই ভাঙা সুটকেস থেকে বড়ঠাকুরের চিঠিগুলি সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এর কিছুকাল পরে তিনি ভাটপাড়ায় এসে আমার হাতে একগুচ্ছ চিঠি দেন। কিন্তু এগুলি আমার সংগৃহীত সেই চিঠি নয়। টুলুবাবু জানালেন, তিনি আমার জীর্ণ সুটকেসের কোন চিহ্নই খুঁজে পাননি। তবে বাড়ির বইপত্রের মধ্য থেকে এবং আমার স্বামীর ডিস্‌পেনসারী থেকে তিনি এই চিঠিগুলি উদ্ধার করেছেন। টুলুবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি যদি উৎসাহী হয়ে এই চিঠিগুলি সংগ্রহ না করতেন, তবে অযত্নে আর অবহেলায় এগুলি যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তার ঠিক নেই। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

-যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়]

কলিকাতা
শুক্রবার
২০-২-৪২

ককল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। এখানে অন্য সব এক প্রকার ভাল। বারাকপুরের বাড়ি প্রায় নূতন করে মেরামত হচ্ছে। বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতায় এসেছি। একটি বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে ও কিছু কাজ আছে। রবিবার চালকী ফিরব। গোপালনগর স্কুলে মার্চ থেকে যোগ দিতে হবে। কি করবো লিখবে। ৪০ টাকা মাইনে। তোমার বউদিদি* ও উমা* চালকীতে। মিতেরা* এখনও বনগাঁয়ে, তারা চালকী যাবে শীগ্গিরই। বনগাঁয়ে বড় বড় চালাঘর তৈরী হচ্ছে। কলকাতায় বোমা পড়লে পলায়মান জনতার আশ্রয়ের জন্যে। এখানে আলু এক আনা সের, বেগুন দু সের পয়সায়, মাছ আট আনা, ছয় আনা। চাল ৬ টাকা। তেল আট আনা সের। তরিতরকারী খুব সস্তা। দুধ ৯ সের। খাঁটি দুধ দুয়ে দেয়। উমা ও কল্যাণীর* মন ভাল না। ঘাটশিলায় যেতে পারলে উমা তো বাঁচে, কিন্তু এখন যাওয়া উচিত নয় বলেই ভাবি। তুমি বেগতিক বুঝলে বউমাকে এখানে পাঠিয়ে দিও অথবা emergence বুঝলে কোলাঘাটেও পাঠাতে পারো। ফাল্গুনের শেষে তোমার বউদিদি কোলাঘাটে যেতে পারে। কলকাতায় কাল চিয়াং এসেছেন। জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা হবে আজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। যাবো ভাবছি। কলকাতায় বিশেষ কোনো panic নেই। সাধারণ ভাবে চলচে। মেয়ে-কলেজে শতকরা ৮০ জন মেয়ে নিয়মিত আসছে একজন অধ্যাপক বললেন। তবে সিঙ্গাপুর পতনের পরে ভারতের অবস্থা ভাল নয়। বঙ্কিমবাবুকে আমার কথা বোলো, মিঃ সিংহকে আমায় চিঠি দিতে বোলো চালকীর ঠিকানায়। নীরদবাবু* কোথায়? বালিগঞ্জে কি ? দ্বিজুবাবুকে আমার নমস্কার দিও এবং ভট্‌চাজ সাহেবকেও। এখানে ক'দিন ঝড় বৃষ্টি চলচে, শান্তকে* বোলো জোলে মাছ খুব হয়েছে। কুল খুব হয়েচে। শিমুল ফুলের খুব শোভা। ভাণ্ডারগোলার হরিভূষণের ছেলের বিয়েতে চালকী থেকে গরুর গাড়ি করে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। সন্তোষ বললে একদিন তোমার সঙ্গে নাকি ওর দেখা হয়েছিল। আর সব মন্দ নয়। তুমি বউমা ও শান্ত আশীর্বাদ নিও। সুধীর সরকারের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে রবিবার সকালে চালকী ফিরবো।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ—আজ খগেন্দ্র মিত্র ইউনিভারসিটিতে বললেন যে, কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটিতে বাংলা dept. আমাকে একটা appointment দেবার জন্যে ইউনিভারসিটি আমায় যথেষ্ট খুঁজেছিল। আমার স্কুলেও লোক পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমায় পাওয়া যায়নি। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে ওরকম কোনো post আবার এলে তিনি আমায় দেবেন।

*বউদিদি-বিভূতিভূষণের স্ত্রী রমা দেবী। * উমা-ভাগিনেয়ী, জাহ্নবী দেবীর কন্যা। *মিতে—আশৈশব বন্ধু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ; বনগ্রামে বাড়ি। *কল্যাণী—রমা দেবীর অপর নাম। *নীরদবাবু—ব্যারিস্টার-সাহিত্যিক নীরদ দাশগুপ্ত। *শান্ত—ভাগনে, জাহ্নবী দেবীর পুত্র।

২

সোমবার

২৯-৭-৪২

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। জমি সম্বন্ধে ছোট মামা কি জমি নিতে চান আমায় লিখিবে, আমি সে সময় ওখানে থাকিতে চেষ্টা করিব। সুবোধবাবু ও সিংহ সাহেব আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। পত্র এত ভাল লেখা হইয়াছিল যে, বিভূতি মুখুজ্যে সে চিঠি দেখিয়া বনগাঁয়ে সকলকে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। আজ মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি দিবসে যশোরে সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে যাইব বরিশাল এক্সপ্রেসে। আমি কোলাঘাটে গিয়াছিলাম জামাইষষ্ঠীতে। এখানে গত দু'দিন হইতে খুব বৃষ্টি হইতেছে বর্ষার মত। এতদিন অসহ্য গরম গিয়াছে। কাল বন্ধুর বউয়েরা বেড়াইতে আসিয়াছিল বাড়িতে। এখানেও কেরসিন ৪ পয়সার বেশি কাহাকেও দিতেছে না। আমি কোলাঘাট হইতে ফিরিবার সময় এক গ্যালন তেল আনিয়াছি। এখন পটল ১ পয়সা সের, পয়সায় দেড় সের গিয়াছে। আলু তিন আনা, ঝিঙে দু' পয়সা। মোটর লরি না পাওয়াতে জিনিসপত্র সস্তার কারণ। কলিকাতায় চালান হইতে পারে না। আম কাঁঠাল যথেষ্ট ছিল। কাঁঠাল এখনও ঘরে অনেক। তোমার বউদিদি ও উমা ২৬/২৭ খানা ভাল আমসত্ত্ব দিয়াছে। সম্ভবত ১১ই জুলাই শ্বশুর মহাশয় লোক পাঠাইয়া উহাকে কোলাঘাট লইয়া যাইবেন। আমার একখানা বই অনুবর্তন নামে ছাপা হইতেছে। চাউল এখানে সাড়ে ছয় টাকা মণ নাগরা। আউশ ৬ টাকা। কেরসিন ১৪ পয়সা বোতল, কিন্তু কলিকাতা হইতে আমি কিনিয়াছি সাড়ে বারোপয়সা বোতল। যে দিন কোলাঘাটে যাই সে দিন বনবিহারীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। কেষ্টদাস পালের মূর্তির মোড়ে। তাহার মুখেই শুনিলাম নীরদবাবুরা ৮ দিনের ছুটি লইয়া সেদিনই গালুডি যাইতেছেন। পাহাড়ে নিশ্চয়ই বর্ষায় অপুর্ব শোভা হইয়াছে। মিতে প্রায়ই বিকেলে এখানে আসে ও লেখা শোনায়। মিতের বউ, ডলি প্রভৃতি নবদ্বীপে গিয়াছে ও সেখানে মাস দুই থাকিবে। গণেশের চাকুরি হইয়াছে রেলে। ৩০ টাকা মাহিনা। গ্রামে বড় দলাদলি চলিতেছে হরিপদদা ও পাঁচির ব্যাপার লইয়া। উভয়পক্ষই আমায় মধ্যস্থতা করিতে বলে, আমার তা ভাল লাগে না। মিঃ সিংহ ও সুবোধের পত্রের উত্তর দেওয়া হয়নি, শীঘ্রই দিব। মিস্ রায় আসিলে আমার কথা বলিবে।

আশা করি ভাল আছ। বউমা, তুমি, শান্ত ও রাজু আশীর্বাদ জানিবে। চালকীর খেঁদির মা, ছোট বউ উহারা ঝগড়া করিয়া নিজ নিজ বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

মঙ্গলবার
বারাকপুর

ককল্যাণবরেষু,

নুটু, আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছেচি। ভাটপাড়া হয়ে এসেছিলাম, বউমার বাবা ও জনু হাওড়া স্টেশনে আমাদের আনতে গিয়াছিলেন। তিনি বউমা ও তোমার বউদিকে ভাটপাড়ায় তাঁদের বাড়ি নিয়ে যান, সেখান থেকে গাড়ি পাঠিয়ে মাসীমা আনেন। বনগাঁ দিয়ে আসবার সময় মিতের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিল ওরা। মিতের বউ খুব আদর যত্ন করেছেন। মিতের মা এসে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিগ্যেস করলেন। অনেকদিন পরে এসে বারাকপুরের শ্যামলতা খুব ভাল লাগচে। ইছামতীর টলটলে জল সত্যিই সুন্দর। রোজ কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি চলছে, গরম খুব,আম ঘাটশিলার থেকে কম। চারিদিকে কোকিলের ডাক। জিনিসপত্রের মধ্যে চাল ২২ টাকা মণ । দুধ ভাল খাঁটি জেলেবাড়ি থেকে দিচ্ছে সাড়ে ছ' সের টাকায়। অতি সুমিষ্ট দুধ। পটল সাড়ে তিন আনা সের। আলু তিন আনা। মাছ দশ আনা। এক চাউল বাদে অন্যান্য জিনিস খুব আক্রা তা নয়। বকুল ফুলের সুঘ্রাণ দুপুরের বাতাসে রোজ পাচ্ছি।

অমরবাবু* উত্তরপাড়ায় ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসবে আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। সেদিন বাণী রায়ের* দাদা সুনীলবাবুর সঙ্গে Lake-এ দেখা, তিনি টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি চা খাওয়াতে। পুর্ণবাবু ও বাণী রায় এলেন। বাণী রায় অনেক গল্প করলেন। খাওয়ানোর ত্রুটি হল না। তখনই ফোন করে দিলেন বাণী রায় অমরবাবুকে যে বিভূতিবাবু কলকাতায়। অমরবাবু উত্তরপাড়া থেকে এক Special messenger পাঠিয়ে চিঠি পাঠালেন গজেন

মিত্রের* দোকানে। আমাদের বারাকপুরে এসে দেখি ইন্দু রায় অমরবাবুর এক চিঠি দিলে। আবার আজ একখানা এলো ঘাটশিলা থেকে। ওইদিন হাওড়া সঙ্ঘে সভাপতিত্ব করতে হবে আজ পত্র পেলুম।

বন্ধু বনগাঁ আছে। সেদিন বলুর সঙ্গে দেখা, সে আছে চালকী। বেশ লাগচে নতুন নতুন। আমার আশীর্বাদ নিও। আঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

*অমরবাবু—উত্তরপাড়ার জমিদার অমর মুখোপাধ্যায়। *বাণী রায়—সাহিত্যিক। *গজেন মিত্র—সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ।

৪

বারাকপুর
শুক্রবার।
২১ শে জুলাই, ১৯৪৪

কল্যাণবরেষু,

নুটু, অনেকদিন তোমার পত্র পাইনি। মহাদেববাবুর পত্রে জানলাম তুমি ওখানে গিয়েছিলে। এখানে আমি গোপালনগরের স্কুলে চাকুরি আরম্ভ করেছি। মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি ঝড় হয়। আজ দু'দিন ঝড়বৃষ্টি কম। পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম। গ্রহণের দিন (গতকাল) সকালের ট্রেনে বাড়ি এসেছি। আজ আবার স্কুল করেই বেলা ৪টার গাড়িতে কলকাতা যাবো। "ছোটদের পথের পাঁচালী" ইউনিভারসিটিতে Rapid reader হিসাবে চালানো হবে বলে একজন publisher ছাপিয়েচে আমায় ২০০ টাকা fee দিয়ে। লাভ যা হবে অর্ধেক তার অর্ধেক আমার । সেই পাবলিশারই সেদিন আমায় ৩০ টাকা travelling allowance দিয়েচে। বলেচে, শুক্রবার আবার আসবেন। শনিবার সেনেটের মিটিং, আমাকে নিয়ে দু-একজন মেম্বারের কাছে যাবে। যেমন সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ ইত্যাদি।

এখানে ধান হবে না হবে না করে গত বছরের চেয়ে খুব বৃষ্টি হয়ে ধান রোয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এবার আম কাঁঠাল খুব ছিল। কাল রাত্রেও বাড়ির গাছের কাঁঠাল খেয়েছি। বাহাদুর বাড়িতে বেগুন, লাউ, লালডাঁটা ইত্যাদি বুনেচে, দিব্যি বাঁশ কেটে বেড়া দিয়েছে। তিনু প্রায় রাত্রে আমাদের বাড়িতে শোয়, বাহাদুরের সঙ্গে ও-ঘরে শোয়। বাড়ির সামনে পিছনে বাহাদুর সব জঞ্জাল কেটে ফরসা করে ফেলেচে। ক'দিন বৃষ্টির দরুন উজুনে মাছ হয়েছিল চার আনা সের। খুব ডিমওয়ালা পুঁটি, ট্যাংরা, কাঁঠালকুশি ইত্যাদি খাওয়া গেল। এখন আবার আক্রা হয়ে গিয়েছে। এক টাকা/ এক টাকা চার আনা সের। কন্ট্রোলের সন্দেশ ২ টাকা সের। গোপালনগরে মাঝে মাঝে আনি। পটল চার আনা গিয়েচে কাল হাটে। কাল গ্রহণের দিন ছুটি ছিল স্কুলে, তার আগের দিনও ছিল সবেবরাৎ নামে একটি মুসলমান পরবের। কালই সকালের ট্রেনে কলকাতা থেকে এসেছিলাম বলে আমি হাটে যাইনি, বাহাদুর গিয়েছিল।

শীল-বাংলার কালো চিঠি লিখেছে, অমরবাবু নাকি ঘাটশিলার বাড়ি বিক্রি করবেন ? কাল কলকাতায় গজেনের দোকানে গিয়ে শুনলাম "আপনার জন্যে উত্তরপাড়া রাজবাড়ি থেকে রমেন বলে একটি ছেলে এসেছিল, বলেচে আপনাকে একবার অবশ্যই উত্তরপাড়া রাজবাড়ি যেতে।" দু'দিন এসেছিল, গত রবিবার আবার সোমবার। ব্যাপার কি? অমরবাবু বাড়ি বিক্রি করচেন কেন ? কানীমেম নাকি 'মাতৃধাম' ভাড়া নিয়েচে ? এই শনিবার কলকাতা গিয়ে

(আজই স্কুল করে ৪টার গাড়িতে রাণাঘাট হয়ে কলকাতা যাবো) নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা করব ভাবছি। অনেক কাল দেখা হয়নি। বাণী রায় গবর্নমেন্টের চাকুরি করচে, ৩০০ টাকা মাইনে। সজনীর কাছে শুনলাম। একবার সেখানেও যাবো। তিনু এখানে রাত্রে শোয়। মানু বা টুলুও শোয়। গুটকে কেমন আছে ? উমা ও বউমা কেমন আছে ? ওদের আশিস দিও। শান্ত বোম্বে গিয়ে চিঠি দিয়েচে, তবে বোম্বেতে নাকি মন টিকচে না। এবার দেবযান অর্ধেকের বেশি ছাপা হয়েচে। আরণ্যকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও পথের পাঁচালীর ৫ম সংস্করণ ছাপা হচ্চে। ঊর্মিমুখর বলে ডায়েরীর অর্ধেকের বেশি ছাপা হয়েচে। এই সব নিয়ে ব্যস্ত আছি।

ইছামতীতে এখনও ঘোলা নামেনি। ঘন সবুজ হয়েছে চারিদিক। আমাদের পাড়ার ঘাটের ওপারে সাঁইবাবলা গাছটা বিকেল বেলা যখন গা ধুতে নামি তখন অপুর্ব দেখায়। তেলাকুচো লতায় সাদা ফুল দেখা দিয়েচে। ভক্তসংখ্যা আরও বেড়েচে।.কেউ ময়মনসিং, কেউ দিল্লি, কেউ কলকাতা। তাদের চিঠির উত্তর দিতে দিতে প্রাণান্ত।

১৫ই শ্রাবণ রবিবার তোমার বউদি বাপের বাড়ি যাবে। শ্বশুরমশাই দিন স্থির করে পত্র দিয়েচেন। আমি বোর্ডিং-এ থাকবো মাস দেড়। উমা শান্ত বাহাদুরকে পাঠাবো ওই সঙ্গে আমতায়। ও মাইজীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। দেড় মাস বোর্ডিং-এ কাটাবো। আর সকলে ভাল আছে। গুটকে, মঙ্গল ও তুমি আশীর্বাদ নিও। ওদের বাড়ির সব ভাল আছে।

ইতি—
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—অমরবাবুর বাড়ি কিনলে কে ? কালো শীলের সঙ্গে দেখা হলে বোলো ওর চিঠি পেয়েছি। চিনি ও কেরোসিন তৈল পাওয়া যাচ্ছে ওখানে ? এখানে আমি বেশ পাচ্ছি, অন্য কেউ না। S D 0 আমায় Special permit দিয়েছেন চিনি ও তেলের।

৫

বারাকপুর
বৃহস্পতিবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। বউমাকে এদিকে নিয়ে আসতে চাও, খুব ভাল। তোমার বউদিদি এখানেই আছে, তাকে ঘাটশিলায় নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে পারো। বাহাদুর জ্বরে পড়ে বড় ভুগছে আজ ৭/৮ দিন। এক'শ চার-পাঁচ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর উঠছে। তাকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়ে যাওয়া গিয়েচে। তোমার বউদি ভাল আছে। বাহাদুর না সেরে উঠলে তোমার বউদিদিকে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। গত ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন আমাকে সভাপতিত্ব করতে। আমি সেদিন কলকাতা গিয়েছিলাম সবেবরাতের ছুটিতে। তার পরদিন এসে চিঠি পাই। আগের দিন রাত্রে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। পরদিন হুগলী কলেজের ছেলেরা এসে মামার বাড়ি থেকে আমায় নিয়ে গেল। ছোট মামীমা আবার তাদের চা খাওয়ালে । দিল্লিতে প্রবাসী বাঙালীরা এবার নাকি আমার জন্মদিনে উৎসব করবে বলে চিঠি লিখেচে আমার জন্মদিন কবে তাই জানতে। তাদের জানিয়ে দিয়েচি। বইয়ের demand অসম্ভব রকম বেড়েচে। ৫ টাকা করে দেবযান, আরণ্যক ও পথের পাঁচালীর দাম ঠিক করেছি। "নবাগত" সেদিন বেরুল, এডিশান শেষ। দেবযান বেরুবে একমাসের মধ্যে। বেরুলেই এডিশান অল্পদিনে ফুরুবে । অমরবাবুর ছেলে রমেন রোজ এসে খোঁজ নেয় গজেনের দোকানে। বলে বাবা একদিন তাঁকে আমাদের বাড়ি যেতে বলেচেন। তিনি কি ঘাটশিলার বাড়ি বিক্রি করেচেন ?

এদিকে ভীষণ বৃষ্টি বর্ষা চলচে। ধানের জমি প্রায় সব রোয়া হয়ে গেল। তোমার বউদিদি এখন ২ মাস ঘাটশিলায় থাকুক। তবে তুমি মাঝে মাঝে প্রায়ই ওখানে এসো, নয়তো থাকতে পারবে না। ইউনিভারসিটিতে একটা অধ্যাপকের পদ বোধহয় ওরা দেবে। সেদিন রায়বাহাদুর খগেন মিত্র বলছিলেন। সিংহ সাহেবের পত্র পেয়েছি।

যা হয় করে উমার এক স্থানে বিয়ের ঠিক করেছিলাম, তারা ২৭শে শ্রাবণ দিন ফেলেছিল বলে পিছিয়ে গেলাম। তাদের বলেছি অগ্রহায়ণ মাসে হতে পারে। রাণাঘাটে বাড়ি। পাত্র ম্যাট্রিক, ফরসা রং, ইছাপুরে কাজ করে। গুটকে আসবে বলে এল না কেন ? তার বাবা মা ভাবছে। যদি না আসতে পারে অমন লেখে কেন?

এখানকার সব ভাল। বাহাদুরকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। বউমা, উমা, তুমি, মংলা, গুটকে আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

Gopalnagar

কল্যাণবরেষু,

নুটু,বোধ হয় মিতে গিয়েচে। কাল কলকাতা থেকে ফিরেছি। Lady Bose (স্যার জগদীশের স্ত্রী) "দেবযান" পড়ে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কাল সকালে তাঁর ওখানে গিয়েছিলুম। তিনি ও তাঁর ভাইঝি অত্যন্ত মুগ্ধ। অনেক কথা বললেন। বললেন, আমার মনে হয়, your writing are greater than Saratchandra. সজনীর ওখানেও গিয়েছিলুম। সে ও আমি শীঘ্র ভাগলপুর যাবো।

এখানে মংলা রোজ ঘ্যান ঘ্যান করছে, এখানে তার ভাল লাগছে না। তোমার কাছে যেতে চায়। যা হয় কোরো। একটি ময়রা মেয়ে পাওয়া গিয়েচে। আমাদের বাড়ি পুর্বেও কাজ করেচে। সে এখন রন্ধনের কাজ করচে। উমাদের সঙ্গে ঘাটশিলা যাবে বলেচে। তার কেউ নেই, বিধবা, honest আর পরিশ্রমী। রান্নাও করতে পারে ভালো। একটাকা মাইনে, খাওয়া পরা। মাত্র এক টাকা মাইনে। তাকে কি নিয়ে যাবো নাকি ? লিখো।

এখানে সব ভালো। মায়াদি কলেজে চাকুরি পেয়েছে। কানুমামা দিল্লি থেকে ফিরেচে। বলে, সেখানে আপনার খুব নাম। আপনার নাম করে খুব খাতির পেয়েছি।

ময়রা মেয়ে ভালো লোক। কাজ পরিষ্কার। সে আমাকে ভক্তি করে, উমাকে ভালবাসে। honest and willing worker.

তুমি, বউমা, গুটকে আশীর্বাদ নিও। মিতে কেমন আছে ? আঃ-

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—এখানে শীত কমিয়া গিয়াছে। অদ্য ভেটকি মাছ দেড় সের লওয়া হইলে বউদি তোমার কথা বলছিল।

৭

বারাকপুর
১৪-৩-৪৫

ককল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার বউদিদির একবার ওখানে যাওয়া দরকার। এক স্থানে বহুদিন হইয়া গেল। তুমি এখানে আসিতে চাও, মন্দ কথা নয়। আসিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? তবে মল্লবাবুর বাসাটি এখনও খালি হয় নাই। সে কবে যাইবে তাও জানি না। ঘাটশিলা হতে সব

জিনিসপত্র আনিয়া ফেলাই ভালো, নতুবা ওখানে কিছুই থাকিবে না। বারাকপুরের বাড়ি ছোট, অত জিনিসপত্র রাখিবার স্থান হওয়া একটু মুশকিল হইবে। এমনিই নড়িবার চড়িবার স্থান নাই। বর্তমানে নতুন ঘরদোর করাও ব্যয়সাধ্য। একখানা কাঠ রাখিবার চালা করাইব, প্রায় ৬০/৭০ টাকা খরচ হইবে। দোচালা কাঠের ঘর। তাহাতেও কুলাইবে না। মেঝে করিতে হইলে ১০০ টাকা খরচ হইবে। মিতে আসিলে মিতেদের সঙ্গে উহাদের পাঠাইব ভাবিতেছি। উহারাও যাইবার জন্য ব্যাকুল। শান্ত এখানে আছে, ভালো আছে। আমার রিপন স্কুলে চাকুরি হইয়াছিল, এখনও ডাকিতেছে। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতায় থাকায় আমার মত নাই। সিংহ সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয় ওকে বলিও গৌরীশঙ্কর ৭০০ টাকার কমে.....

আমি বোধহয় বৈশাখের প্রথমে তোমার বউদিদিকে লইয়া হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা যাইব। গজেন মিত্র সস্ত্রীক যাইবেন, সুমথ ঘোষ সস্ত্রীক যাইবে। তাহাদের খরচ সব। আমার ডায়েরীর ১ম সংস্করণের পরিবর্তে। একটা film story লেখবার জন্য সেদিন লোক আসিয়াছিল। কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল। তবে আমি এখনও contract করি নাই, গল্পটি মনঃপুত হয় নাই। তাহাদের দেওয়া গল্প। এখানে জলবৃষ্টি শুরু হইয়াছে। কূপটিতে জল নাই,না ঝালাইলে হইবে না। এখানে সব ভাল। তোমার বউদিদি, উমা ও শান্তকে মাসখানেকের জন্য পাঠাইব।*

*এই চিঠিখানির নিচে বিভূতিভূষণ নিজের নাম সই করতে ভুলে গেছেন।

৮

পুরী
২রা জুন

কল্যাণবরেষু,

নুটু, সুন্দর সমুদ্রের হাওয়া, হু হু করে বইচে। এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম টের পেলুম না। দলের সঙ্গে সমুদ্রস্নান ইত্যাদি রোজ করচি। তোমার বউদিদি বেশ সমুদ্রস্নান করে। আমি ভয়ে ভয়ে তীরের কাছেই থাকি। বড় বড় জোয়ারের সময় উত্তাল হয়ে ওঠে, ওদের একদল মেয়ে নামে। তোমার এক বন্ধু এসেচে, নির্মল চক্রবর্তী বলে, শিমুলতলায় আলাপ হয়েছিল। বর্তমানে কুষ্টিয়া সিটি কলেজের অধ্যাপক। আর একজন তোমার নাম করছিল, চন্দ্রকান্তবাবু, গায়ক গিরিজাবাবুর ছাত্র, চেনো ? সেদিন পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে মিটিং হয়ে গেল। তোমার বউদি ও মেয়েরা গিয়েছিল। অনেকে কলকাতা থেকে এসেছে এ সময়। রোজ সমুদ্রস্নান করবার সময় এবং বিকেলে বেড়াবার সময় দেখা হয়। মিস পরিমল দাসের সঙ্গে সমুদ্রস্নানের সময় হঠাৎ দেখা। প্রফেসর বিশ্বাসের শালী মিস দাস। ওঁরা তোমার বউদিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এক সঙ্গে পাইকপাড়া রাজবাড়ির মিটিং-এও যাওয়া হয়েছিল। আর মনে পড়লো ঘাটশিলায় দ্বিজুবাবুর সুবর্ণ সঙ্ঘের মিটিং-এর কথা। এবার ঘাটশিলায় সাহিত্য সভা করতে হবে উনি বললেন। সুবর্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়ে গেছে। কাল আমরা এক দলে ৩০ জন মোটর বাসে কোনারক যাবো কথা হচ্ছে। ৫ টাকা মাথা পিছু ভাড়া, মোট ১৫০ টাকা ভাড়া ৫৬ মাইল যেতে। ওখান থেকে ফিরে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাওয়া হবে। সোমবার ৮ই জুন ফিরবো এখান থেকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

পুরী
বুধবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণবরষু,

কাল কোনারক থেকে রাত একটার সময় ঘুরে এলুম। আমরা একটা বাসে ৩০ জন গিয়েছিলুম। মিস দাস সঙ্গে ছিলেন। মহাকালের শোভাযাত্রার কি বিরাট শিল্পনিদর্শন দেখলুম কোনারকে ; বিশাল সূর্যমন্দির। সূর্যদেবের সপ্তাশ্ব যোজিত এক বিরাট রথ। তেজস্বী সাতটি পাথরের ঘোড়াতে রথ টানছে। বিশাল মন্দির ধূ ধূ বালির সমুদ্রে একা দাঁড়িয়ে আছে নির্জনে। মন্দিরের উপরে উঠে তোমার বউদিদি ও আমি ছাদের কার্নিশে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। হু হু হাওয়া, অদূরে নীল সমুদ্র বালিয়াড়ির ওপারে। এখানে মরীচিকা দেখা যায় বালির চরে, হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়। সে অপুর্ব দৃশ্যের কথা মুখে বলা যায় না। কাল মোটর বাসে খুব ভিড় ছিল, তবে সবই আমাদের দল। ১০/১৫টি মেয়ে, আর সবাই পুরুষ। আজ ওবেলা ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাবো ওই পার্টির সঙ্গে। পরশু

৮ই জুন রওনা হয়ে ৯ই কলকাতা যাবো। ৯ই জুন রাত ৮-১৫ মিনিটে রেডিওতে বক্তৃতা আছে। ১১ই ও ১২ই জুন বারাকপুরে। ভাল আছি। আশীর্বাদ নিও।

ইতি—আঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

গোপালনগর স্কুল

সোমবার

কল্যাণবরেষু,

কাল রাত্রি ১১টার সময় মাঘীপুর্ণিমা উপলক্ষে মড়িঘাটা হতে গঙ্গাস্নান করে নৌকা করে ফিরেছি। তোমার বউদিদি, উমা, নগেন খুড়োর বাড়ির মেয়েরা, দেবেন ও ঘোতন সবাই গিয়েছিল। মড়িঘাটা ৪ ঘণ্টার পথ, মোল্লাহাটির ঘাট থেকে আরও ২ ঘণ্টার । পথটি বড় সুন্দর, দু'ধারে উঁচু পাড়, খাবরাপোতা, পাঁচপোতা, অম্বরপুরের ঘাট, মেয়েরা নাইচে, গাঙশালিকের গর্ত উঁচু পাড়ের গায়ে। মড়িঘাটা পৌঁছে এপারে এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে ওঠা গেল ও দেবেনের মা, তোমার বউদি, পিসিমা সবাই রান্না করলে খাওয়া দাওয়া গেল। সেখানের একজন লোক আবার তোমায় চেনে। বললে, গত পুজোর সময় আপনার ভাইকে সলিলবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় দেখেচি। দিব্বি করে চখাবালির ঘাটে স্নান করা গেল। ওখানে মেলা বসেচে, তেলে-ভাজা পাঁপরভাজা কদমা মুড়কি পুতুল প্রভৃতির দোকান। লোকে রান্না করে খাচ্চে গাছতলায়। সন্ধ্যার সময় পুর্ণচন্দ্র যখন উঠলো তখন নৌকো ছাড়া পেল। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো ইছামতীর জলে—বন্যেবুড়োর গাছ ও কাশবন জ্যোৎস্নায় অপরূপ হয়ে গেল। বড্ড শীত লাগলো। সরাইপুরের বাঁক পার হতে ৯টার গাড়ি চলে গেল, ১০টার সময় বাড়ি পৌছুই।

এখানে সব ভালো। যোগেন সিং চিঠি লিখেচে বেতিয়া থেকে। খুব বেড়াচ্চে। থাকলে ধলভূমগড় আসতো।

এখানে শিমুলফুল দেখা দিয়েচে গাছে গাছে। আমের মুকুল নেই। বউমা কেমন আচেন । আমার আশীর্বাদ নিও ও তাঁকে দিও এবং গুটকেকে দিও। দোলপুর্ণিমায় তোমার বউদিদি ও উমা যাবে ঠিক হয়েচে। সাধনের ছেলে পাঁচু বোধহয় সঙ্গে যাবে। তুমি কাত্যায়ণী বুক স্টলের উমেশ সোমের নামে (উমেশচন্দ্র সোম) একখানা চিঠি দিও যে মায়ের নামের উৎসর্গ "অপরাজিত"-এ নেই কেন এ সংস্করণে ? বেশ কড়া করে চিঠি দিও একখানা।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

দিল্লি

কুতুব মিনার

২৪ -১০-৪৫

নুটু,

এইমাত্র তোমার বউদিদি ও আমি কুতুব মিনার থেকে নামলুম। এখনও হাঁপাচ্ছি। পরশু আগ্রা থেকে এসেছি। জ্যোৎস্নায় তাজমহল কি অপুর্ব। তোমার বউদিদি কেঁদে ফেললে। কুতুব মিনার ডাকঘরের ছাপ দেখো উল্টো পিঠে। এখানে লেখা আছে এই ডাকঘরে চিঠি দাও, কুতুব মিনার ডাকঘরের ছাপ থাকবে। সময় কম। এখন অনেক দেখতে হবে। বেলা ১টা।

আশীর্বাদ নিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

মুসৌরী

৩১-১০-৪৫
বুধবার

কল্যাণবরেষু,

দেরাদুন হয়ে মুসৌরী এসেছি। অপুর্ব রাস্তা দেরাদুন থেকে মুসৌরী। ৬০০০ ফুট হিমালয় পর্বতের ওপর ঘুরে ঘুরে মোটর বাস উঠলো। Regent Hotel বলে একটি ভাল হোটেলে উঠেছি। বহু নিম্নে দেরাদুনের সমতল ভূমিতে রৌপ্যধারার মত কী একটা নদী বয়ে চলেছে। খুব কনকনে শীত। এখন বেলা ৫টা। শীতে জমিয়ে দিচ্চে। তবে dry শীত, জবুথবু করে ফেলে না। আজ সকালে বরফাবৃত হিমালয়শৃঙ্গের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। Camel back নামক একটি স্থান থেকে ৫০০ শত মাইল লম্বা তুষারাবৃত শৃঙ্গের দৃশ্য দেখা যাচ্চে। তোমার বউদিদি আসবার পথে বমি করে ফেলেছিল। এত এঁকেবেঁকে হু হু করে উঠছিল বাসটা। এখানে এসে খুব ভাল আছে। অপুর্ব দৃশ্য চারিধারে। তবে বড্ড বেশি কনকনে শীত এই যা কষ্ট। একটু কুয়াশার মত জমেছে নিচের দিকে। সাহেবী জায়গা, বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁ সিনেমা, সাহেবী দোকান, বাটার দোকান ইত্যাদি। সাহেবী বাংলো বাড়ি ইত্যাদি। জিনিসপত্র আক্রা।

হরিদ্বারে লছমনঝোলা ও হৃষীকেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিরাট ganga কুলুকুলুবাহিনী গভীর গর্জনে নেমে এসেছেন। নিবিড় বনভূমি। হঠাৎ দেখি লেখক মণীন্দ্রলাল বসু ও তার স্ত্রী দেবপ্রয়াগ থেকে নামচে বাসে। হৃষীকেশের বাজারে দেখা। একজনের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—তাঁর বাড়ি নবদ্বীপে। তিনি আবার আমাদের দেশের শশী গোঁসাইকে জানতেন। ভাল আছি। বড্ড শীত। আকাশ পরিষ্কার। গুটকে কেমন আছে ? ফুচু কেমন আছে? তোমরা আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

৫-১১-৪৫

নুটু,

আমি গত সপ্তাহে সজনীর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। অনিল চন্দের বাড়িতে ওঁর স্ত্রী রাণী চন্দ খুব খাওয়ালেন। ওঁরা সেখানে শিক্ষকতা করতে বলেন। আমি ভেবে উত্তর দেবো বলেচি। জায়গা বড় সুন্দর। নন্দলাল বসুর সঙ্গে আলাপ হল। "দেবযান" পড়ে উনি খুব খুশি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

বারাকপুর
শুক্রবার
১৮ই ফেব্রুয়ারী

কল্যাণবরেষু,

নুটু, আমরা নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছিয়াছি। এখানে খুব হাঙ্গামা চলিতেছে। রাণাঘাট লাইন বন্ধ। সব ট্রেন বনগাঁ দিয়া যাইতেছে। গুটকের এই হাঙ্গামার মধ্যে দুদিন পরে আসাই ভালো। ট্রাম বাস সব বন্ধ। তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও।

ইতি—আঃ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—৮/৯ই মার্চ কোচবিহার সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ আছে সভাপতিত্ব করিবার।

১৫

বারাকপুর
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

কল্যাণবরেষু,

নুটু, কলকাতার দাঙ্গা থামলেই আমি একখানা পত্র তোমাকে দিই, উত্তর না পাওয়ার কারণ কি ? কাল কলকাতা গিয়েছিলাম, সে চেহারা আর নেই। শিয়ালদহের কাছে দোকানপসার সব দগ্ধ ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মির্জাপুর স্ট্রীটে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বিজু বা তার দোকান কেমন আছে কে জানে ? লোকজন তেমন চল্‌চে না, প্রায় সব দোকান বন্ধ। মাঝে মাঝে দু'চারখানা দোকান খোলা, লোক এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি। আমার এক চিঠি এসেছে উদয়পুর থেকে সেখানে স্কুলে চাকুরী দিচ্চে। উদয়পুর (রাজপুতানায়) ভাবচি ঘুরে আসি ২/৪ মাসের জন্যে। তুমি কি বলো? ওরা এমন ধরেচে যে না গেলেই নয়। সেখানে তোমার বউদিদিকে নিয়ে যেতে হবে। নইলে খাবো কোথায় ? আমি সেখানে থাকলে তুমি একবার গিয়ে ঘুরে আসতে পারবে। বিলাসপুর পর্যন্ত বেড়ানোর কি হোল ? বেড়াতে গিয়েছিল কি না ? না যাও তো এইবার একদিন ঘুরে এসো। আমি রাজেনবাবুদের বলেচি, এবার পুজার সময় আর কোথাও না গিয়ে ওই পথে বিলাসপুর পর্যন্ত ঘুরে আসতে। কারণ এবার পয়সাকড়ির অবস্থা ভালো নয়। কলকাতায় ব্যবসার খুবই ক্ষতি হোল। যতগুলো কাগজ বেরুচ্ছিল পুজা বার্ষিকী— তার অর্ধেকও বেরোবে না। সুতরাং গল্প লিখে যে টাকাটা পুজোর সময় পাওয়া যেতো তা পাওয়া যাবে না। হাত একেবারেই খালি। এরকম দুর্গোৎসব কখনো দেখিনি। কলকাতার সব লোকেই ক্ষতিগ্রস্ত। কলকাতায় এখন এসো না। ঘাটশিলা নিশ্চয়ই এ সব থেকে নিরাপদ। কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের অধীনে বাস করাই এখন সর্বাপেক্ষা ভালো। এখানে দিনকতক রেল ও ডাক বন্ধ ছিল। কলকাতার দাঙ্গার জন্য। বাজারে আটা নাই, একটা দেশলাই দু'আনা, লবণ নাই, সরিষার তেল নাই। কলিকাতায় কাল সব দোকানে ঘুরিয়া একটা টুথপেস্ট পাইলাম না, প্রায় সব দোকান বন্ধ। আমার আগের পত্র কেন পাইলে না বুঝিলাম না। বিজুদের অবস্থা কি হল ভাবিতেছি। এখানে কোনো প্রকার মাল নাই। ভালো আছে সব। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিও। গুটকের অনেকদিন চিঠি পাই না।

ইতি আঃ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

২৫-৯-৪৬

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমাদের ওখানে পুজো হচ্ছে এবং তুমি সেক্রেটারি এরকম একখানা চিঠি পেয়েছি সেদিন। একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম গত রবিবার, সে দিন থেকে আবার বেশ গোলমাল শুরু হয়েচে। পুজোর ছুটি হচ্ছে ২৮শে। এবার পুজোতে বোধহয় বহরমপুর যাবো, তোমার বউদি ও উমাকে নিয়ে যাবো। ওখানে পুজোর সময় থেকে ঘাটশিলায় যাবো পুর্ণিমার সময়ে। গজেন, গৌরীশঙ্কর ও সুমথ তিনজনে যাবো শুধু ট্রেনে বিলাসপুর পর্যন্ত গাছপালা ও পাহাড় দেখতে দেখতে। ফিরবার পথে ঘাটশিলায় নামবে ওরা ২/১ দিনের জন্যে। আমি থাকবো ওরা চলে আসবে। তবে এবার ছুটি বড় কম। কালীপুজোর পরই খুলবে ২৮শে নভেম্বর সোমবার। ৮/১০ দিন ঘাটশিলায় থাকতে পারবো। এ ক'দিনের জন্য তোমার বউদিকে নিয়ে যাবো না শ্বশুরবাড়ি যাবো ভাবিছ । Bengal-এর অবস্থা ভাল নয়। এ সময়ে বিহারে একখানা বাড়ি থেকে খুবই উপকার হয়েছে। কত লোক ঘাটশিলা অঞ্চলে যেতে চাইচে। কলকাতার বহু লোকে কলকাতায় বাড়ি করবার জন্যে এখন অনুতাপ করচে। বিক্রি করে ফেলতে পারলে বাঁচে, বিশেষত যেগুলো মুসলমান পাড়ায়। সুবোধ ঘোষ চিঠি লিখেচে নারকাটিয়া থেকে, বলচে বেশ ভাল জায়গা, এদিকে এসে বাস করুন। আমি যদি যাই তবে ও নিজেও জায়গা কিনবে। হিন্দু বাজার, হাসপাতাল, স্কুল, নদী, জেল সব আছে। মস্ত বড় জায়গা। উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য সর্বদাই দেখা যাবে। এখানের সব ভালো। বৃষ্টি প্রায়ই হচ্ছে। ঘাটশিলা congress রাজ্য ওদিকে কোন গোলমাল হবে না। East Bengal তো বিষম বিপন্ন। হিন্দুদের ধনপ্রাণ রক্ষা করাই দায়।

তুমি ও বউমা আশীর্বাদ নিও এবং শান্ত ও গুটকেকে জানিও। কোন কারণেই এখন কলকাতা আসবে না বা শান্ত ও গুটকেকে আসতে দেবে না। ছুরিকাতঙ্ক সমভাবে বিদ্যমান। ছোটমামা চিঠি দিয়েছেন।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

বারাকপুর
রবিবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। কানু মামার সঙ্গে গত রবিবার দেখা হয়েছিল। তোমাদের Picnic-এর কথা তার মুখেই শুনেছি। এখানে তেমন শীত নেই। আর সব ভাল আছে। কলকাতায় অমিয় চক্রবর্তীর বাড়ীর টি পার্টিতে যেদিন বনভ্রমণের গল্প হয় সেদিন অমরবাবু সেখানে ছিল, তবে একটু দেরিতে এসেছিল। শচীন পত্র দিয়েছে ওয়ালটেয়ার থেকে, সেখানে যেতে ও বেড়াতে। কুটীর মাঠে খুব ছোট এড়াঞ্চি ও তিৎপল্লার ফুল ফুটেছে, আমি রোজ দেখতে যাই। তবে জিনিসপত্র এবার সস্তা নয়, সর্ষে তেল তিন টাকা বারো আনা/চার টাকা, মাছ দু'টাকা, আলু আট/দশ আনা, বেগুন তিন আনা, জাঠ ধান বারো আনা ইত্যাদি। মাংস দু টাকা চার আনা বাঁধা দর। মতিকাকা বাড়ি এসেছেন। কিশোরকাকা ও মতিকাকার বাড়ি সন্ধেবেলায় মাঝে মাঝে গিয়ে বসি, গল্পগুজব হয়। সেদিন "মৃত্যুর পরপারে"র লেখক রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ি বারাকপুরে গিয়েছিলাম আমাদের গাঁয়ের অমূল্য মুহুরী ও সুন্দরপুরের প্রমথ ঘোষকে নিয়ে। প্রমথ ঘোষের স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে। ওরই প্রয়োজন ছিল যাবার । কিন্তু বিশেষ ফল হল না।

বড়দিনের ছুটিতে ঘাটশিলায় ২/৪ দিনের জন্যে যেতে পারি। কল্যাণবাবু কোথায় ? তাঁকে বলবে আমার কথা। এখানে সব ভাল। মহাবীর প্রসাদ এলে আমার কথা বোলো। তুমি ও বউমা, গুটকে ও শান্ত আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

বারাকপুর
শুক্রবার

ককল্যাণবরেষু,

আমরা গতকাল আরা থেকে ফিরে এসেছি। পাটনা কলেজে মিটিং করে সেই রাত্রেই রাজাসাহেবের মোটরে আবার আরাতে যাই। All India music conference-এ নিমন্ত্রিত হয়ে। তোমার বউদিদি আরা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিমানবিহারী মজুমদারের বাড়ি ছিলেন। আরা গিয়ে দেখি conference আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। তোমার বউদিদি বিমানবাবুর মেয়েদের সঙ্গে এসে সামনের আসনে বসে আছে। অনেক বড় গায়ক ছিল। আমার ভাল লাগলো বিসমিল্লার সানাই। নারায়ণ রাও ব্যাসের খেয়াল, মিসেস কারওয়ালের ঠুংরি । চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবের সেতার ও হাফিজ আলির সরোদ রাত ৪টা পর্যন্ত শুনে চলে এলাম। ভীষণ শীত আরাতে। বারাকপুরে শীত নেই। ঘাটশিলা যাইতে গাড়ি কমলো কিনা লিখো। শরৎবাবু কি ওখানে আছেন ? তোমরা কেমন আছো ? পত্র দিও। তুমি, বউমা, শান্ত, গুটকে আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

বারাকপুর
আষাঢ় সংক্রান্তি

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার বউদিদি ও উমা বারাকপুরে। একা বাড়িতে আছি। গত শনিবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম বারাকপুর থেকে। কলকাতার অবস্থা খুবই খারাপ। গজেন ও সুমথ বারাকপুরে ২ দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল গত শুক্রবার ও শনিবার। আমি শুক্রবারে ওদের নিয়ে গিয়েছিলাম, সোমবার এসে স্কুল করেছি। এখানে অন্ন রেঁধে দিচ্ছে, ফুচুর মাও সাহায্য করচেন। গুটকের বাবা বলচে গুটকে ঘাটশিলা যেতে চাইচে, তবে নুটু চিঠির উত্তর দেয়নি বলে মনমরা হয়ে গিয়েচে। ওকে কি ঘাটশিলায় যেতে বলবো ? সত্বর চিঠি দেবে। ওর বাবা ওকে পাঠাবার জন্য উৎসুক।

তুমি কি বলো ? এখানে boundary commission নিয়ে কি হয় জানি না। মেয়েদের সরিয়ে দিলাম। savings bank account ঘাটশিলায় transfer করেছি। পাকিস্তানের সবাই তাই করচে। ডাকঘর থেকে লোকে হাজার হাজার টাকা রোজ ওঠাচ্ছে।

তুমি চিঠি দাওনি কেন ? আমি অভ্যুদয়-এ 'ইছামতী' উপন্যাস আরম্ভ করেছি।

একা বাড়িতে ভাল লাগচে না। বউমা, তুমি আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

বৃহস্পতিবার

নুটু,

তার পেয়েছি। তোমার বউদিদির জ্বর ১০০ ডিগ্রিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ ক'দিন সেটুকু যাচ্ছে না। দুর্বল হয়ে পড়েছে, বমির ভাবও আছে। সুরেন বলেছে কোন ভয় নেই। এমন কি ঝোল খেতেও দিয়েছে। রাতে জ্বর বাড়ে, আমি বেশ বুঝতে পারি। এখন তোমাদের আসবার দরকার নেই। আবশ্যক হলে তার করবো। এদিকে আনন্দবাজার পুজা সংখ্যায় উপন্যাস চেয়েচে। কিন্তু এ অবস্থায় তাও লিখতে পারচি নে। এদিকে খুব বৃষ্টি হয়নি। গরম খুব। কুশল লিখো। ছোট মামাকে পত্র দিয়েচি। তুমি ও বউমা আশীর্বাদ নিও।

ইতি আঃ
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

বারাকপুর
মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার চিঠি পেলাম। গুটকে কাল আমার এখানে এসেছিল। তার যাবার ইচ্ছে খুব। ২/৪ দিনের মধ্যেই যা হয় করবে বোধ হয়। সিংহসাহেবের চিঠি পেয়েছি, তিনি লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় গুরুর শুভ আশীর্বাদ জেনে নতশিরে অঙ্গীকার করছি, তরুপল্লবের জন্য বর্ষা যেমন, তেমনি আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা"। কাল তোমার বউদিদির সাংঘাতিক অসুখের সংবাদ টেলিগ্রাম পেয়ে বারাকপুরে গিয়ে দেখি কিছুই না। সামান্য জ্বর হয়েছে। রাত্রেই জ্বর ছেড়ে গেল। ছোটমামীমা, তাঁর বোন, খুকু, মনু, এরা সব এসেচে। ছোটমামীমা মাথায় বাতাস করচেন। সুন্দর কাণ্ড। এখন ভালো আছে।

দিল্লী থেকে ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা সাহিত্যে delegate-এ যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। কাগজে দেখেচ, আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের মত ব্যাপারটা হবে। চীন ও পারস্যের প্রতিনিধি আসবেন। নেমন্তন্ন পত্র এসেচে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সরোজিনী নাইডুর নামে। জহরলাল উদ্বোধন করবেন। খুব সম্ভবত একটা চা পার্টি হবে জহরলালের ওখানে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ হওয়াও বিচিত্র নয়। স্বাধীন ভারতের সর্বজাতীয় সাহিত্য শিল্পীদের আহ্বান এই প্রথম। Constitution House-এ আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হবে লিখেচে এবং সব আতিথ্য বিনা পয়সায়। ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ দিন হবে।

এদিকে চিত্ররূপা লিঃ থেকে দু'খানা পত্র পেলাম কাল বারাকপুর থেকে ফিরে এসে। তারা অনুবর্তন film করতে চায়। দেবকী বসু লিখেচেন তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে কাল কলকাতায়। এবং লিখেচেন দু' সপ্তাহ কলকাতায় থাকবার জন্য তৈরী হয়ে আসবেন। কেন বুঝলাম না, বোধ হয় গল্প লিখিয়ে নেবে। শুক্রবারে কলকাতা যাবো।

এদিকে সবাই সন্ত্রস্ত। পাকিস্তানী গোলমাল আসন্ন। অনেকে পালাচ্চে। হ্যাঁ, হৃদয় হালদার বলে গোপালনগরের এক ছেলে ঘাটশিলায় যেতে চায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। লিভারের অসুখ ও অম্বলে ভুগছে। বাড়ি ভাড়া চায়। অবস্থা মাঝারি। ২০০ টাকা খরচ করবে এক মাসে। একে এক মাসের বা দু' মাসের জন্য একখানা বাড়ি বা একখানা ঘর জোগাড় করে দিতে পারবে ? এটি বিশেষ দরকার। সে পয়সা দিয়েচে পোস্ট কার্ড লেখবার জন্যে। এটি চাই-ই। তোমার ডিস্‌পেনসারির ওপরের ঘর দাও না ? ২৫ টাকা ভাড়া দেবে। তোমার ঔষধও খাবে। দেশের লোক, সাহায্য করা দরকার।

অরুণেন্দ্র চিঠি লিখেচে তোমার ও ঘাটশিলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের খুব প্রশংসা করে। আজই ওরা (মঙ্গলবার) দিল্লী গেল। ৩০শে আগস্ট ওদের সঙ্গে দেখা করবো। তুমি ও বউমা আশীর্বাদ নিও। শান্ত অসুখে পড়েচে। ভাল আছি। তোমার বউদিদিকে চিঠি দিও।

ইতি—
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—এই দুঃসময়ে বুঝতে পারচি ঘাটশিলার বাড়ির উপকারিতা। film তৈরির সময় বা দিল্লী যাওয়ার পুর্বে ঘাটশিলা যাবো।

২২

রাণাঘাট
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

আজ বাড়ি যাচ্ছি। সব ভালো আছে। ১৫ই আগস্ট কি অপুর্ব উৎসবই দেখলুম কলকাতায়। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের আলিঙ্গনের দৃশ্য অতি প্রাণস্পর্শী। কলাবাগান ও রাজাবাজার অঞ্চলে ঢুকিয়া মেয়েরা পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের আলিঙ্গন করিয়াছে। নাখোদা মসজিদে হিন্দু হাজারে হাজারে গিয়াছে। মুসলমানেরা গোলাপজল ও আতর দিয়াছে, সন্দেশ ও সিগারেট খাওয়াইতেছে—সে এক অভিনব দৃশ্য। আমি গান্ধীজীর ওখানে ৩ ঘণ্টা ছিলাম শনিবার। সোরাবর্দী, ওসমান প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হলো। আর সে সোরাবর্দীই নেই। রাজপথে হিন্দু-মুসলমানেরা আলিঙ্গন করছে। আমি বহু মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছি। তোমরা ওখানে করো।

শুনে সুখী হবে। বনগ্রাম ও গাইঘাটা থানা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। জয় হিন্দ।

কল্যাণ জানিবে । দিল্লী যাওয়ার স্থির নাই। মহাত্মা গান্ধী শুনিতেছি বাংলার সাহিত্যিকদের লইয়া এখানেই একটা সভা করিবেন।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

বারাকপুর
২৫ শে জুন, ১৯৫০

কল্যাণবরেষু,

এখানে ভীষণ বর্ষা নামিয়াছে। দিন রাত বৃষ্টি। আমি B-A-র কাগজ দেখছি। খুব কম নয়, প্রায় ৩০০ খানা। এবার এখনো আম কাঁঠাল কিছু কিছু আছে। রাস্তাঘাট কাদায় দুর্গম। বাব্‌লু ভালো আছে।

জমি সম্বন্ধে ওখানে যাইয়া চোখে দেখিয়া কথা বলিব। জমি কিছু দরকার। বাব্‌লু ভাল আছে। খুব আম খাইয়া আমের ফোঁড়া হইয়াছে। সেদিন সাইকেলে বনগাঁ গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বাব্‌লুর সে গল্প আর ফুরায় না, আমি ট্যাঙ্ক (Tank) দেখেচি, আমি লরি দেখেচি, জিব গাড়ি দেখেচি ইত্যাদি।

এখানে আর সব ভাল। দেবদাস গান্ধী আমাকে চিঠি দিয়াছেন । All world short story competition-এ যোগ দেবার জন্যে। B-A-র খাতা খানিকটা অগ্রসর করিয়া লইয়া ঐ গল্প লিখিব ভাবিতেছি।

গজেনবাবুর মুখে ঘাটশিলার খবর শুনলাম। ভোলাবাবু সেদিন এসেছিল দোকানে, ওরা নাকি বাড়িটা বিক্রি করবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। হাজারি প্রামাণিক একটা বাড়ি কিনবে। কাশীশ্বরবাবুর বাড়ি সুধীর সরকারের ভাইপো কিনেচে ৪০০০-এ। আমাদের বিশেষ জানাশোনা লোক, ভালই হোল। দ্বিজেনবাবু ও বউদিকে নমস্কার দিও। শিগ্‌গির দেখা হবে। ওঁদের এ বাড়িটায় নাকি খুব হাওয়া, গজেনবাবু বলছিলেন। তুমি ও বউমা আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪

কল্যাণবরেষু,

নুটু, আশা করি ভাল আছো। এখানে মেঘবৃষ্টি ক'দিন লেগেই আছে। পুজার লেখায় বড় ব্যস্ত আছি। এবার বড্ড লেখার অর্ডার। গল্পের দর ৫০ টাকা। তাও অত লেখা দিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে না। গত সপ্তাহে কলকাতা গিয়েছিলাম, গেলেই অর্ডার দেয়। কিন্তু অত সময় কই ? পুজোর সময় যাবো। থিয়েটার হবে তো ? মিতেদের বাড়িতে সব ভালো। মিতে ভাত খেয়েচে ক'দিন হোল। ওর ভাই খোকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বললে। রত্না দেবী চিঠি লিখেছেন কাল ঝড়গ্রাম থেকে, ওঁর স্বামী সেখানে মুন্সেফ। তিনি ঘাটশিলায় যাবেন পুজোর সময়। বঙ্কিমবাবু বাড়ি ঠিক করার ভার নিয়েছেন। অনুকূল কাকা লিখেচেন পুজোর সময় বউমাকে নিয়ে বাঁকুড়ায় আসুন। একা নিঃসঙ্গ ভালো লাগে না। রত্না দেবী লিখেছেন, আপনার সমর ভাই বলেন, 'দাদা আমাদের নামে একটা বই উৎসর্গ করলেন না, তাঁর শুধুই শুকনো স্নেহ।' সমর বসু ওঁর স্বামীর নাম। গুটকে ও বউমা কেমন আছে ? আমার আশীর্বাদ দিও। গুটকের বাবা ও মা ভাল। তুমি আশীর্বাদ নিও।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃ—২৯শে ভাদ্র শনিবার বনগাঁয়ে আমার জন্মতিথি উৎসব হবে।

[আরও চিঠি পরবর্তী খণ্ডে প্রাপ্তব্য —সম্পাদক]